দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 JAN 2012
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

রাজশাহী শিক্ষক সমিতি এবারো প্রায় সোয়া কোটি টাকা নিলামে!

■ রাজশাহী অফিস

রাজশাহী জেলা শাখা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতি এবারো প্রায় সোয়া কোটি টাকার নিলামে উঠেছে। এবারো ৮টি প্রকাশনী সংস্থা কথিত টেণ্ডারে অংশগ্রহণ করলেও বেশি ডোনেশন প্রদানকারী কয়েকটি প্রকাশনী অভ্যন্তরীণ কার্যাদেশ পেয়েছে। এক্ষেত্রে বইয়ের মান যাচাই করা হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রসঙ্গত, রাজশাহী জেলা শিক্ষক সমিতির আওতাভুক্ত প্রায় ৫০০ হাইস্কুল রয়েছে। এসব স্কুলে সমিতির সিলেবাসের বাইরে বাংলা ও ইংরেজি গ্রামার বই পড়ানো হয় না।

জানা গেছে, বোর্ড বা জাতীয় পাঠ্যক্রম বহির্ভূত বাংলা ও ইংরেজি গ্রামার বই সিলেবাসে অন্তর্ভুক্তির জন্য সারাদেশের ন্যায় রাজশাহী জেলা শিক্ষক সমিতিও প্রতি বছরই নিলামে উঠে। বিভিন্ন প্রকাশনী তাদের বই সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করাতে প্রতি বছরের শুরুতে শিক্ষক সমিতির কথিত টেণ্ডারে অংশ নেয়। যে প্রকাশনী শিক্ষক সমিতির অনুকূলে যে যত বেশি টাকা ডোনেশন দিতে পারে, সেই প্রকাশনীর বই আওতাভুক্ত স্কুলগুলোর সিলেবাসভুক্ত করা হয়।

এদিকে সমিতিভুক্ত স্কুলগুলোকে ম্যানেজ করার জন্যও নানা কৌশলের আশ্রয় নেয়া হয়। প্রধান শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের উপঢৌকন হিসেবে লোভনীয় জিনিসপত্র প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠার পর থেকে জনৈক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক পদে বহাল রয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন আগেই পেশা থেকে অবসর নিয়েছেন। কিন্তু আর্থিক সুবিধা আদায়ে সিদ্ধহস্ত হওয়ায় তাকে সমিতির সাধারণ সম্পাদকের পদে ধরে রাখা হয়েছে। তবে সমিতির সভাপতি বা অন্যান্য পদে অনুগত শিক্ষকদের রাখা হয় বলে জানা যায়।

এ প্রসঙ্গে সমিতির সাধারণ সম্পাদক মো. আব্দুল বারী বলেন, টেণ্ডারে নয়, তারা কিছু ডোনেশনের বিনিময়ে ভালো মানের প্রকাশনীর কিছু ভালো বই সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত করেন। ডোনেশনের টাকা সমিতির মাধ্যমে শিক্ষকদের কল্যাণেই ব্যয় করা হয়।

এ ব্যাপারে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের রাজশাহী অঞ্চলের উপ-পরিচালক তরুণ কুমার বলেন, শিক্ষক সমিতির এসব ডোনেশন আদায়ের কোন তথ্য তার জানা নেই। তবে কেউ অভিযোগ করলে বিষয়টি তারা স্কুল পর্যায়ে তদন্ত করে দেখবেন।